প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন

প্রকল্প এলাকা ঃ

পাইকগাছা উপজেলা
খুলনা

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

মূল DPP ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
(জুন ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে)

সহযোগি সংস্থা ঃ

সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ)
বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ)
খালিশপুর, খুলনা

অর্থায়নে ঃ

জিওবি

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

প্রতিবেদন প্রণয়নে ঃ

সৈয়দ রবিউল ইসলাম
প্রোগ্রাম অফিসার
সিডোপ, খুলনা

প্রতিবেদন জমাদানকারী ঃ

নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ।

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। এ দেশে ১৬ কোটিরও অধিক সংখ্যক মানুষ বাস করে। ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে বর্তমান সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো'র " Report on Bangladesh Sample Vital Statistics" এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের ১৫+ বয়সীদের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭২.৩০%। বর্তমান সরকারের নানামুখী কর্মসূচির কারণে পূর্বের তুলনায় সাক্ষরতার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও দেশের ২৭.৭০% জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। এ সকল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় যুক্ত করতে না পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে না।

দেশের বিদ্যমান নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কার্যকর জীবন দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা প্রদান করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে " মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও ইতমধ্যেই এর মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৫০ টি উপজেলার ১৪-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে। নির্বাচিত ২৫০ টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি নির্বাচিত ২৫০ টি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ৪ (চার) টি ফেইজে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকলেও বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় ১ম ও ২য় ফেইজের ১৩৭টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি একসঙ্গে শুরু করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পটভূমি ঃ

ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে দারিদ্র ও নিরক্ষরতা একই সূত্রে গাঁথা। নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করে পৃথিবীর বুকে উন্নত জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা লাভের সুয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের

সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। কেবলমাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই দেশের শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার ইতিহাস বেশ পুরানো। বিগত শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ দেশের মানুষের সাক্ষরতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে টোল-মক্তবের শিক্ষার

পাশাপাশি ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে প্রথম বয়স্ক শিক্ষা কর্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯২৬ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নৈশ বিদ্যালয়, ১৯৫৪ সালে মার্কিন সহায়তায় V-AID কর্মূসচির আওতায় বয়স্ক শিক্ষা, ১৯৫৬ সালে মি. বিভার নামে এক বিদেশি কর্তৃক ঢাকয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু, ১৯৯৩ সালে কুমিল্লা জেলাতে 'বার্ড' কর্তৃক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু উল্লেখযোগ্য । কিন্তু নানা কারণে এসকল উদ্যোগ সফল হয়নি। এ সকল উদ্যোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। তাছাড়া কার্যকর সমন্বয়, পর্যাপ্ত ও পরিকল্পিত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারতা লাভ করতে পারেনি। সঙ্গত কারণেই সাক্ষরতা বিস্তারে এ সকল উদ্যোগ তেমন কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবগঠিত জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। সংবিধান অনুযায়ী একই পদ্ধতিতে গণমূখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দান করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধু শি্ক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-ই-খুদা'র নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের প্রতিবেদনেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শি্ক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে বঙ্গবন্ধু নবগঠিত জাতির শিশু-কিশোরদের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করেন। এ সকল কারণেই স্বাধীনতা লাভের পর আশির দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন নামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গৃহীত হয় ।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ প্রদান সহ দেশ হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ছাড়া বর্তমান

সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করবে। বিবিএস-২০১৭ এর প্রতিবেদন অনুসারে দেশের ১৫ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের নারী পুরুষের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭২.৩০% অর্থ্যাৎ এ বয়সের নারী পুরুষের বর্তমান সাক্ষরতার হার ২৭% এর উপরে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (NFE) ম্যাপিং রিপোর্ট-২০০৯ অনুসারে দেশে ১১-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ। নিরক্ষরতার কারণে এই বিপুল জনগোষ্ঠী উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার মৌলিক সক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) গ্রহণ করে যা ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে একনেক-এ অনুমোদিত হয় প্রকল্পটি বর্তমানে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ২০১৯ সালে শুরু হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকলেও মরণঘাতি ভাইরাস কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২১ সালে ০৮ ই ডিসেম্বর দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারি সংস্থা, সিডোপ খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় প্রকল্পের কাজ শুরু করে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- দেশের ১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক (Life skills) মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "সবার জন্য শিক্ষা"র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত "জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২" এবং "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা"-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা;
- জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি-২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা:
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকার, এনজিও ও সামাজিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং
- তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ ঃ

বেইজলাইন সার্ভে :

বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প ভুক্ত প্রতিটি উপজেলার নিরক্ষরদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং স্থানীয় জনগনের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পরিচালক ও উপজেলা

প্রোগ্রাম অফিসার প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। বেইজলাইন সার্ভের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি মানসম্মত বেইজলাইন সার্ভের জন্য দক্ষ টিম গঠন করা হয়।

শিক্ষনকেন্দ্র স্থাপন ঃ

বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী নিরক্ষরের ঘনত্বের ভিত্তিতে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্র এলাকা হতে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়।

প্রকল্পের চাহিদা মাফিক শিক্ষনকেন্দ্র স্থাপন ঃ

- প্রায় ৫০% শিক্ষনকেন্দ্র ভাড়া নেওয়া হয়। বাকি ৫০% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্পের বিদ্যমান শিখনকেন্দ্র, মন্দির, মসজিদ, ক্লাব ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়।
- যে শিক্ষনকেন্দ্র ভাড়া নেওয়া হয় সেগুলির আয়তন ছিল কমপক্ষে ২৪০ বর্গফুট;
- শিক্ষনকেন্দ্রের তালিকা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

- ❖ বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে প্রণীত নিরক্ষরের তালিকা হতে প্রতি শিফটে আগ্রহী ৩০ জনকে শিক্ষার্থী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- ❖ শিক্ষার্থীদের তালিকা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত করা হয়।
- ❖ উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

শিক্ষনকেন্দ্র পরিচালনা ঃ

- ❖ একই কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠদান দেওয়া হয়;
- ❖ প্রতিটি শিক্ষনকেন্দ্রে ২ (দুই) জন শিক্ষক নেওয়া হয় (পুরুষ শিফটের জন্য পুরুষ শিক্ষক এবং মহিলা শিফটের জন্য মহিলা শিক্ষক)
- ❖ সাধারণত প্রতিটি শিক্ষনকেন্দ্রে দিনের বেলায় পাঠদান করা হয়;
- ❖ পাঠদানের সময় ২ (দুই) ঘন্টা এবং কোর্সের ব্যাপ্তিকাল ৬ (ছয়) মাস;
- ❖ সরকারি ছুটির দিনে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষণকেন্দ্রে পাঠদান বন্ধ রাখা হয়;
- ❖ শিক্ষনকেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিখনকেন্দ্রে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি করা হয়;

শিক্ষনকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ঃ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত শিক্ষনকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অন্য শিক্ষা কেন্দের সিনিয়র শিক্ষক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত পুরুষ শিফটের শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন।

প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

পাইকগাছা উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন ও ০১ টি পৌরসভায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকলেপর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে পাইপগাছা উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরা হল ঃ

হরিঢালী ইউনিয়ন ঃ

পাশের গ্রাফ চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, হরিঢালী ইউনিয়নে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৯০ জন এবং নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৯০ জন। এই ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৮০ জন। পুরুষ কেন্দ্র ২৩ এবং নারী কেন্দ্র ২৩, পুরুষ শিক্ষক ২৩ জন এবং নারী শিক্ষক ২৩ জন ।

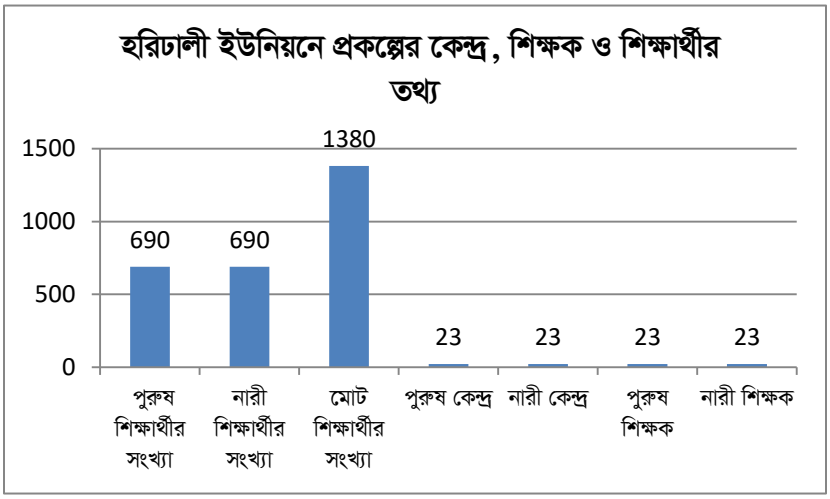

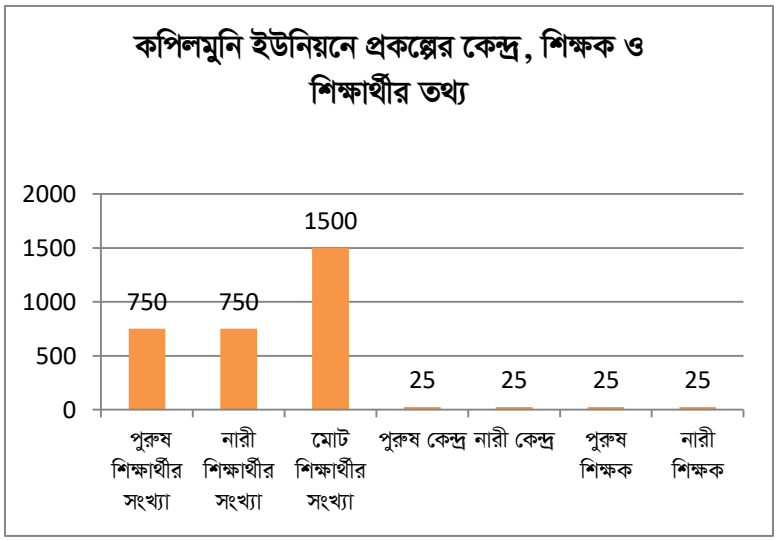

কপিলমুনি ইউনিয়ন ঃ

কপিলমুনি ইউনিয়নে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫০ জন ও ৭৫০ জন। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। পুরুষ কেন্দ্র ছিল ২৫ টি এবং নারী কেন্দ্র ছিল ২৫ টি। এছাড়াও উক্ত ইউনিয়নে ২৫ জন পুরুষ এবং ২৫ জন নারী শিক্ষক ছিল।

লতা ইউনিয়ন ঃ

লতা ইউনিয়নে পুরুষ ও নারী শিখন কেন্দ্র ২০ টি করে এবং শিক্ষক ছিল পুরুষ ২০ জন এবং নারী ২০ জন। পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৬০০ জন এবং নারী শিক্ষার্থী ছিল ৬০০ জন মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১২০০ জন।

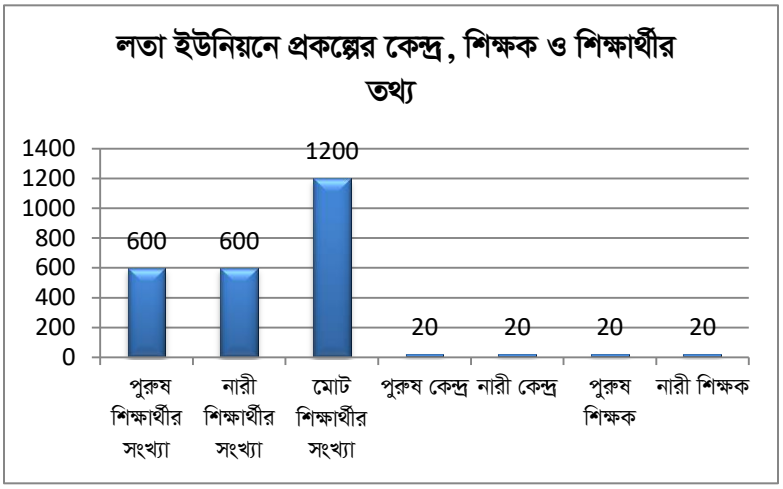

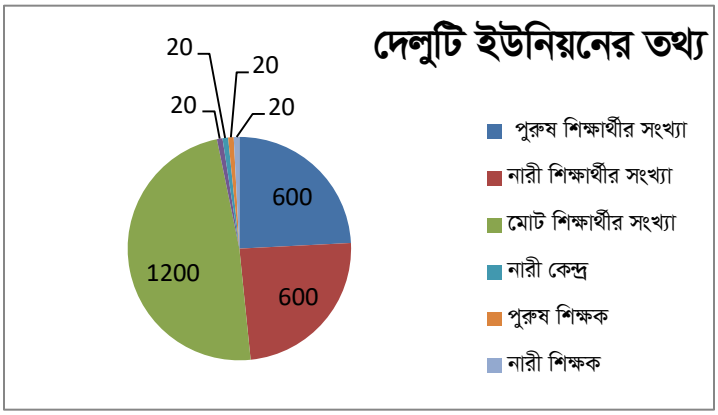

দেলুটি ইউনিয়ন ঃ

দেলুটি ইউনিয়নের চিত্রে দেখা যায় ইউনিয়নে মোট শিখন কেন্দ্র ছিল ৪০ টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৪০ জন । এর মধ্যে ২০ জন পুরুষ শিক্ষক এবং ২০ জন নারী শিক্ষক।

সোলাদানা ঃ

সোলাদানা ইউনিয়নের রেখা চিত্রে দেখা যায় যে, উক্ত ইউনিয়নের পুরুষ শিক্ষক ২৯ জন, নারী শিক্ষক ২৯ জন, ২৯ টি পুরুষ শিক্ষন কেন্দ্র এবং ২৯ টি নারী শিক্ষন কেন্দ্র। ইউনিয়নের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭৪০ জন এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষার্থী ৮৭০ জন এবং নারী শিক্ষার্থী ৮৭০ জন ছিল।

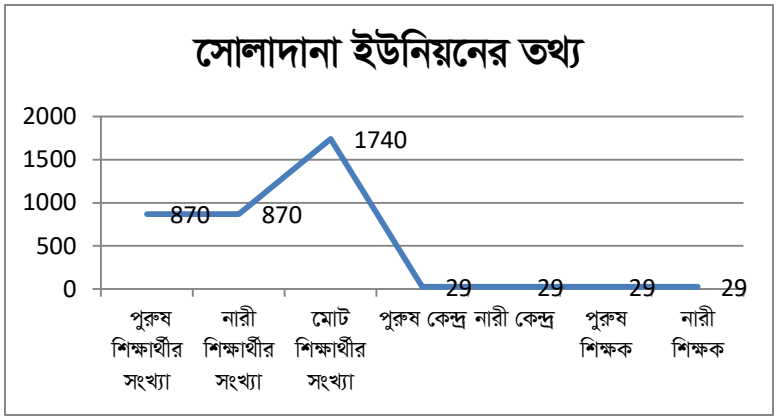

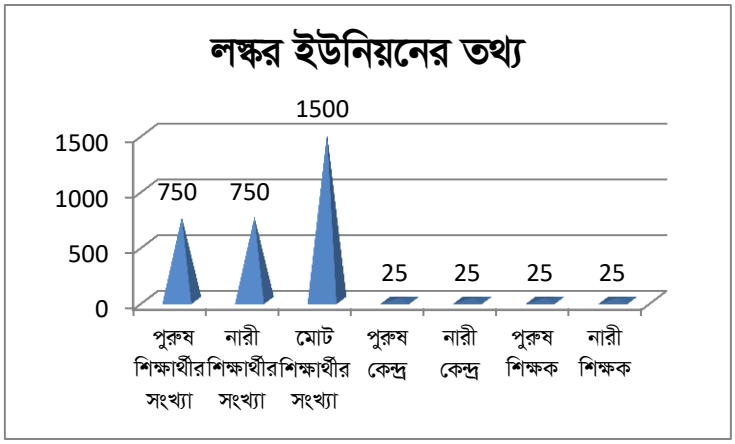

লস্কর ইউনিয়ন ঃ

লস্কর ইউনিয়নের মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের শিক্ষন কেন্দ্র ছিল মোট ৫০ টি এর মধ্যে ২৫ টি পুরুষ এবং ২৫ টি নারী শিক্ষন কেন্দ্র ছিল। ২৫ জন পুরুষ শিক্ষক এবং ২৫ জন নারী শিক্ষক ছিল। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন এর মধ্যে ৭৫০ জন পুরুষ এবং ৭৫০ জন নারী শিক্ষার্থী ছিল।

গদাইপুর ইউনিয়ন ঃ

গদাইপুর ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৭৪০ জন এর মধ্যে ৮৭০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী এবং ৮৭০ জন নারী শিক্ষার্থী। পুরুষ শিক্ষন কেন্দ্র ছিল ২৯ টি এবং নারী শিক্ষন কেন্দ্র ছিল ২৯ টি। নারী ও পুরুষ শিক্ষক ছিল ৫৮ জন এর মধ্যে ২৯ জন পুরুষ এবং ২৯ জন নারী।

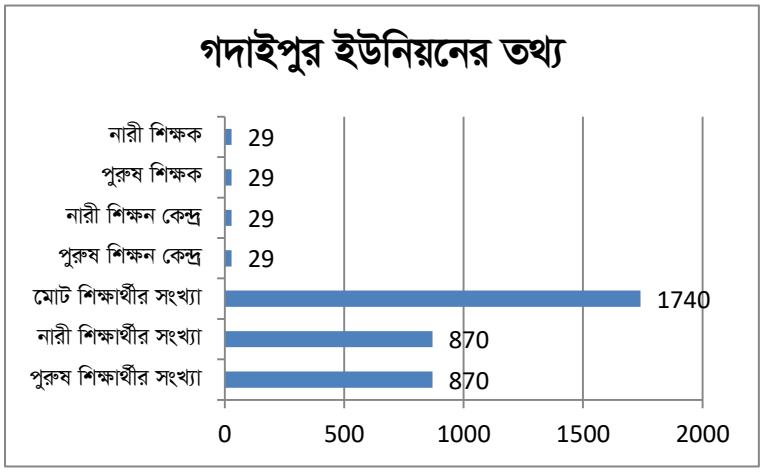

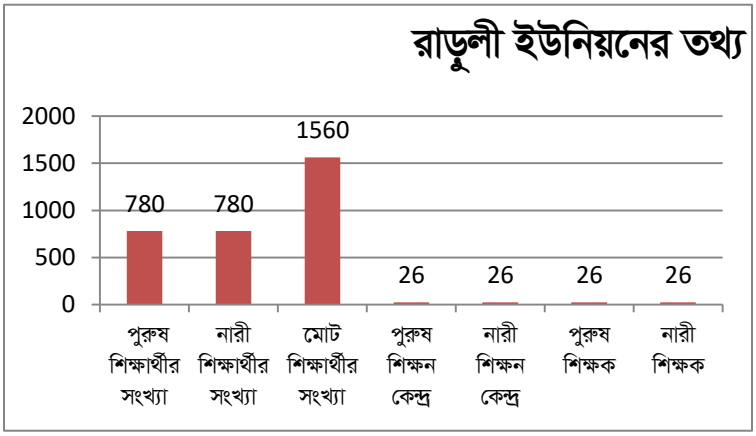

রাড়ুলী ইউনিয়ন ঃ

রাড়ুলী ইউনিয়নে মোট শিক্ষন কেন্দ্র ছিল ৫২ টি। এর মধ্যে ২৬ টি পুরুষ এবং ২৬ টি নারী শিক্ষন কেন্দ্র। পুরুষ শিক্ষক ছিল ২৬ জন এবং নারী শিক্ষক ছিল ২৬ জন। পুরুষ শিক্ষার্থী ছিল ৭৮০ জন এবং নারী শিক্ষার্থী ছিল ৭৮০ জন মোট শিক্ষার্থী ছিল ১৫৬০ জন।

চাঁদখালী ইউনিয়ন ঃ

চাঁদখালী ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৫৬০ জন এর মধ্যে ৭৮০ জন পুরুষ এবং ৭৮০ জন নারী শিক্ষার্থী। মোট শিক্ষনকেন্দ্রের সংখ্যা ৫২ টি। পুরুষ শিক্ষন কেন্দ্র ২৬ টি এবং নারী শিক্ষন সংখ্যা ২৬ টি। পুরুষ শিক্ষক ছিল ২৬ জন এবং নারী শিক্ষক ছিল ২৬ জন।

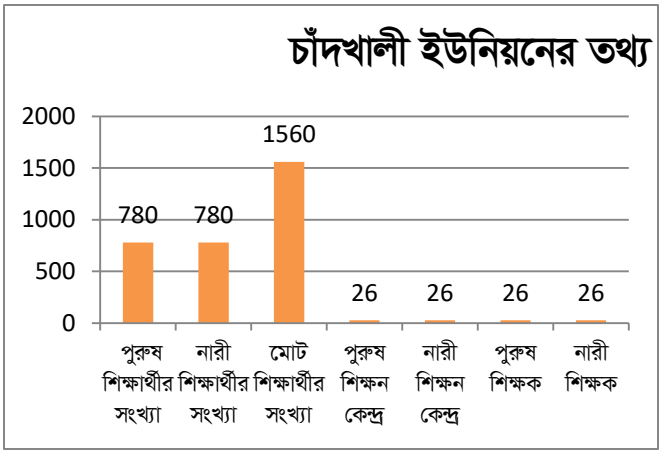

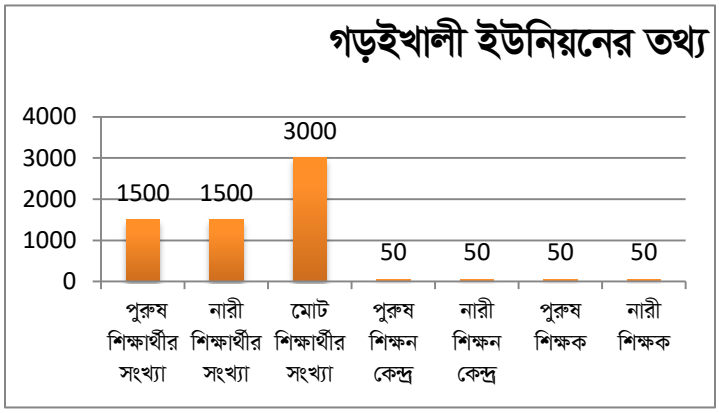

গড়ইখালী ইউনিয়ন ঃ

গড়ইখালী ইউনিয়নে ৫০ টি পুরুষ শিক্ষন কেন্দ্র এবং ৫০ টি নারী শিক্ষন কেন্দ্র ছিল। মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৩০০০ জন এর মধ্যে ১৫০০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী এবং ১৫০০ জন নারী শিক্ষার্থী। পুরুষ শিক্ষক ছিল ৫০ জন এবং নারী শিক্ষক ছিল ৫০ জন্

পৌরসভার তথ্য ঃ

পৌরসভার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬২০ জন। এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮১০ জন এবং নারী শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮১০ জন। মোট শিক্ষন কেন্দ্র ছিল ৫৪ টি। পুরুষ শিক্ষক ছিল ২৭ জন এবং নারী শিক্ষক ছিল ২৭ জন।

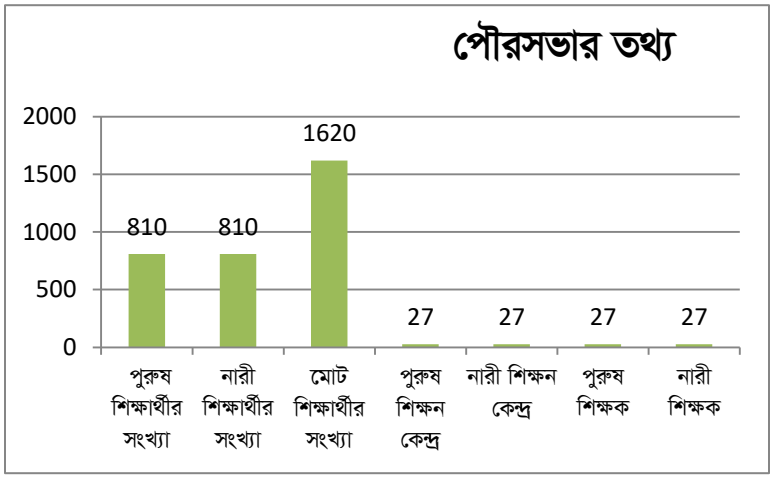

পাইকগাছা উপজেলার সর্বমোট শিক্ষন কেন্দ্র, শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যা

ঃপাইকগাছা উপজেলার সর্বমোট তথ্য ঃ

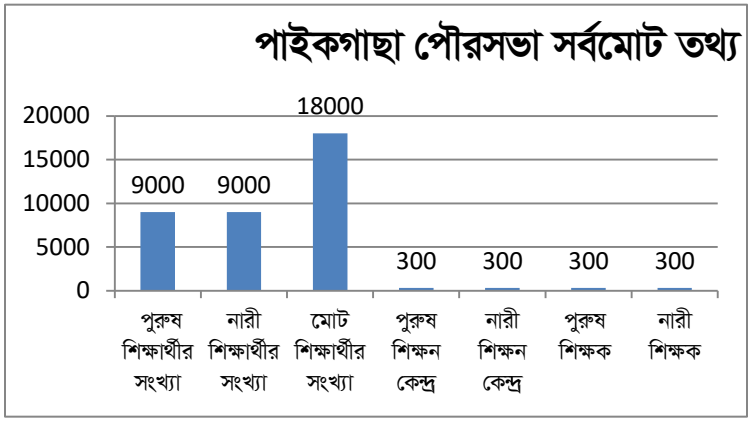

পাইকগাছা উপজেলায় মোট শিক্ষন কেন্দ্র ছিল ৬০০ টি এর মধ্যে ৩০০ টি পুরুষ শিক্ষন কেন্দ্র এবং ৩০০ টি নারী শিক্ষন কেন্দ্র। মোট শিক্ষক ছিল ৬০০ জন এর মধ্যে ৩০০ জন পুরুষ শিক্ষক এবং ৩০০ জন নারী শিক্ষক। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮০০০ জন এর মধ্যে ৯০০০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী এবং ৯০০০ জন নারী শিক্ষার্থী।

প্রকল্পের সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ঃ

কোন প্রকল্প বা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের উপর। সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পাওয়া সম্ভব হয়। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, সিডোপ সংস্থার সার্বিক তত্বাবধানে, এলাকার সর্বস্তরের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ, ইউপি চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীদের অংশগ্রহনে পাইকগাছা ইউনিয়ন ও পৌরসভার জনবহুল জায়গায় ১০ টি গণজমায়েত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি শক্রবার জুম্মার নামাজের আগে প্রতিটি মসজিদে মসজিদে আগত সকল মুসল্লিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য ব্যাপক ভাবে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

উপানুষ্ঠানিক শি্ক্ষা ব্যুরো ও প্রকল্পের কার্যালয়ের কর্মকর্তা জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, মাস্টার ট্রেনার, সুপারভাইজার এবং শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

নিম্নে বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের তালিকা দেওয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন	বিষয়	সংখ্যা	মেয়াদ
১	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৫ জন	২ দিন
২.	সহকারি পরিচালক জেউশিব্যু	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৬৪ জন	২ দিন
৩.	উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২৫০ জন	৫ দিন
২.	কোর-ট্রেইনার	TOT	২০ জন	৫ দিন
৩.	মাস্টার ট্রেইনার	TOT	১২৮০ জন (প্রতি জেলাতে	৫ দিন

			২০ জন)	
৪	শিক্ষক ও সুপারভাইজার	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১,৫৩,৭৫০ জন (প্রতি ব্যাচ ৩০ জন)	৫ দিন

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ঃ

যে কোন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পরিবীক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের ভুল ত্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিত করে তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। নিম্নে প্রকল্পে পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ও প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল:

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তাগণ;
২. প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ;
৩. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকগণ
৪. উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারগণ;
৫. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সদস্যগণ;
৬. উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সদস্যগণ;
৭. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন সাক্ষরতা কমিটির সদস্যগণ;
৮. কর্মসূচী পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিত সুপারভাইজারগণ;
৯. সংশ্লিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক;
১০. প্রকল্পের যে কোন অংশীজন যেমন-কমিউনিটি লিডার, এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সমাজসেবকগণ।

এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারি সংস্থা সিডোপ-এর কর্মকর্তাগণ এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করেছেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের পেপার কাটিং ঃ

দৈনিক পূর্বাঞ্চল

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আইনুল হক, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঃ মরহুম আলহাজ্ব লিয়াকত আলী

The Daily Purbanchal

০৫, ৫২তম বর্ষ ২৩২ সংখ্যা শনিবার ১৬ ভাদ্র ১৪২৬, ৩১ আগস্ট ২০১৯, ২৯ জিলহজ, ১৪৪০ হিজরি, মূল্য ৩.০০ টাকা. www.pur

পাইকগাছা: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর পাইকগাছা উপজেলা খুলনায় নিরক্ষর জরিপ সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভায় বক্তৃতা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুলিয়া সুকায়না।-পূর্বাঞ্চল।

দৈনিক
আজকের তথ্য
নিরপেক্ষ নই, স্বাধীনতার পক্ষে
www.dainikajkertathaya.com
THE DAILY AJKER TATHAYA
বৃহস্পতিবার রেজিঃ নং-কেএল ৫৬১ ■ ০৪বর্ষ ■ ০৯ সংখ্যা ■ ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ ■ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ ■ ০৪ জমা আউ ১৪৪৩

পাইকগাছার মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু---প্রতিনিধি

পাইকগাছার মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রের উদ্বোধন

পাইকগাছা প্রতিনিধি : পাইকগাছায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বুধবার সকালে টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিডোপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার শেফালী খাতুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যুৎ রঞ্জন সাহা, ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ। বক্তব্য রাখেন, সিডোপ এর ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর এসএম আফজাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, ফিল্ড অফিসার দেবাশীষ রায়। উপস্থিত ছিলেন, প্রকল্পের সুপার ভাইজার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। উল্লেখ্য, করোনার কারণে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ছিল। অবশেষে অত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপজেলার ৩শ টি শিখন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

ক ব্যবসায়ীর ন কারাদণ্ড

জানতে পারে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি শার্শার মাদক ব্যবসায়ী তোতা। এ ব্যাপারে এএসআই আসমত আলী মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে তোতাকে আসামি করে কোতয়ালি থানায় মামলা করেন। দীর্ঘ সাক্ষী গ্রহণ শেষে আসামি খলিলুর রহমান তোতার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত খলিলুর রহমান তোতা পলাতক রয়েছে।

প্রকল্পের প্রত্যয়নপত্র সমূহ ঃ

পাইকগাছা পৌরসভা কার্যালয়

স্থাপিত : ১৯৯৭ খ্রিঃ

পাইকগাছা, খুলনা।

ফোন ঃ- ০৪০২৭-৫৬২৮৭।

স্মারক নং- পাঃ পৌঃ/ ৪৬.০০.৪৭৬৪.০০১.৯৯.০০১২২-২৫০ তারিখঃ ১৫ ০৬ ২০২২

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ) বাড়ী নং- ৪৪৫, রোড নং- ২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ), খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিণাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) খুলনার পাইকগাছা পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত ০৯টি ওয়ার্ডে ০৮ ডিসেম্বর'২০২১ইং থেকে ০৭ জুন ২০২২ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ২৭টি শিখন কেন্দ্র, ৫৪ জন শিক্ষক (২৭জন নারী শিক্ষিকা এবং ২৭জন পুরুষ শিক্ষক), ১৬২০ শিক্ষার্থীদের (৮১০ নারী শিক্ষার্থী এবং ৮১০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী) নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছেন। পাইকগাছা পৌরসভা এলাকার প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে সকল উপকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। পৌরসভা প্রশাসনসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান খুবই ভালো।

আমি উক্ত সংস্থাটির দিন দিন সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করি।

১৫/০৬/২২

(শেখ মাহাবুবর রহমান রনজু)
মেয়র (চঃ দাঃ)
পাইকগাছা পৌরসভা, খুলনা।

web site : www.paikgachamunicipality.com
www.paikgachapourashava.com
E-mail : paikgacha.mayor@gmail.com
Fax no : 04027-56287

উপজেলা পরিষদ
পাইকগাছা, খুলনা।
0402756411
E-mail : upazila parishad paik @ gmail.com

স্মারক নং ঃ------ তারিখ ঃ ১১/০৬/২০২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ) বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ),খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিনাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভায় ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং থেকে ০৭ জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ৩০০ টি শিখন কেন্দ্র, ৬০০ জন শিক্ষক (৩০০ জন নারী শিক্ষীকা এবং ৩০০ জন পুরুষ শিক্ষক) ১৮০০০ শিক্ষার্থীদের (৯০০০ নারী শিক্ষার্থী এবং ৯০০০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী) নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছেন। পাইকগাছা উপজেলার প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে সকল উপকরণ সরবারহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতী অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। উপজেলা পরিষদসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বৃন্দ নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবে বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান প্রশংসনীয়।

আমি উক্ত সংস্থাটির দিন দিন সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করি।

১১/৬/২২

মোঃ আনোয়ার ইকবাল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পাইকগাছা,খুলনা।

মোঃ আনোয়ার ইকবাল
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পাইকগাছা, খুলনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পাইকগাছা, খুলনা।

তারিখঃ ০৫/7/2022 খ্রিঃ

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০১.২৪.০০১.22-৫২০

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ) বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ), খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিনাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভায় ০৮ ডিসেম্বর' ২০২১ ইং থেকে ০৭ জুন ২০২২ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ৩০০ টি শিখন কেন্দ্র, ১৫ জন সুপারভাইজার, ৬০০ জন শিক্ষক (৩০০ জন নারী শিক্ষিকা এবং ৩০০ জন পুরুষ শিক্ষক), ১৮০০০ শিক্ষার্থীদের (৯০০০ জন নারী শিক্ষার্থী এবং ৯০০০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী) নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। পাইকগাছা উপজেলার প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে সকল উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। উপজেলা প্রশাসনসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠ ও সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান প্রশংসনীয়।

আমি উক্ত সংস্থাটির দিন দিন সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করি।

৫/৭/২২

মমতাজ বেগম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাইকগাছা, খুলনা।

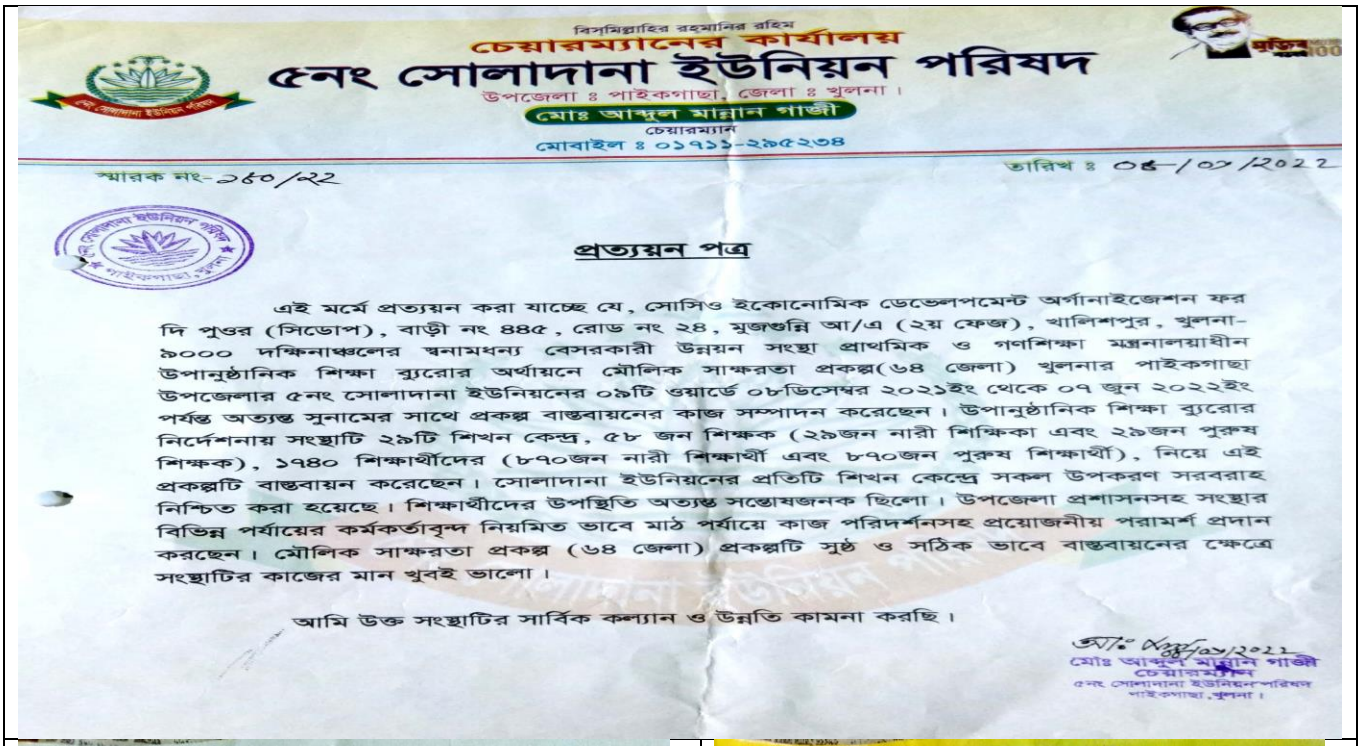

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

৫নং সোলাদানা ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা ঃ পাইকগাছা, জেলা ঃ খুলনা।

মোঃ আব্দুল মান্নান গাজী
চেয়ারম্যান
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৯৫২৩৪

স্মারক নং- ১৫০/২২

তারিখ ঃ ০৪/০৭/২০২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ), বাড়ী নং ৪৪৫, রোড নং ২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ), খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিনাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প(৬৪ জেলা) খুলনার পাইকগাছা উপজেলার ৫নং সোলাদানা ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডে ০৮ডিসেম্বর ২০২১ইং থেকে ০৭ জুন ২০২২ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ২৯টি শিখন কেন্দ্র, ৫৮ জন শিক্ষক (২৯জন নারী শিক্ষিকা এবং ২৯জন পুরুষ শিক্ষক), ১৭৪০ শিক্ষার্থীদের (৮৭০জন নারী শিক্ষার্থী এবং ৮৭০জন পুরুষ শিক্ষার্থী), নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছেন। সোলাদানা ইউনিয়নের প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে সকল উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। উপজেলা প্রশাসনসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠ ও সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান খুবই ভালো।

আমি উক্ত সংস্থাটির সার্বিক কল্যান ও উন্নতি কামনা করছি।

০৪/০৭/২০২২
মোঃ আব্দুল মান্নান গাজী
চেয়ারম্যান
৫নং সোলাদানা ইউনিয়ন পরিষদ
পাইকগাছা, খুলনা।

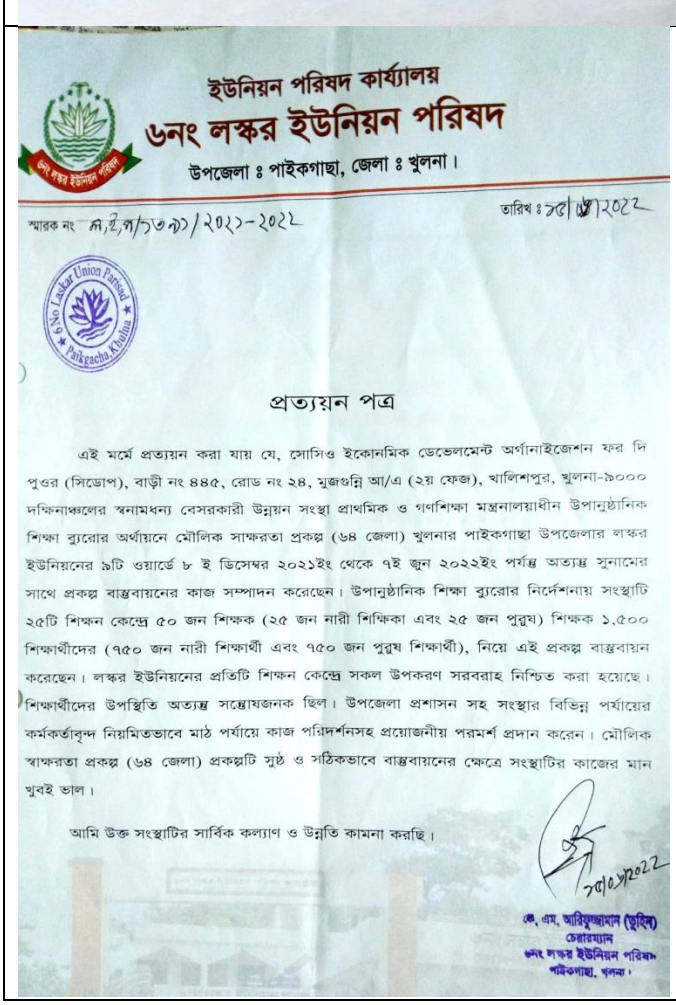

ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়

৬নং লস্কর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা ঃ পাইকগাছা, জেলা ঃ খুলনা।

স্মারক নং ল,ই,প/১৩৯১/২০২১-২০২২

তারিখ ঃ ১৫/০৬/২০২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যায় যে, সোসিও ইকোনমিক ডেভেলমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ), বাড়ী নং ৪৪৫, রোড নং ২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ), খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিনাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) খুলনার পাইকগাছা উপজেলার লস্কর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৮ ই ডিসেম্বর ২০২১ইং থেকে ৭ই জুন ২০২২ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ২৫টি শিক্ষন কেন্দ্রে ৫০ জন শিক্ষক (২৫ জন নারী শিক্ষিকা এবং ২৫ জন পুরুষ) শিক্ষক ১,৫০০ শিক্ষার্থীদের (৭৫০ জন নারী শিক্ষার্থী এবং ৭৫০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী), নিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। লস্কর ইউনিয়নের প্রতিটি শিক্ষন কেন্দ্রে সকল উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। উপজেলা প্রশাসন সহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরমর্শ প্রদান করেন। মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান খুবই ভাল।

আমি উক্ত সংস্থাটির সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করছি।

১৫/০৬/২০২২
জি, এম, আরিফুজ্জামান (তুহিন)
চেয়ারম্যান
৬নং লস্কর ইউনিয়ন পরিষদ
পাইকগাছা, খুলনা।

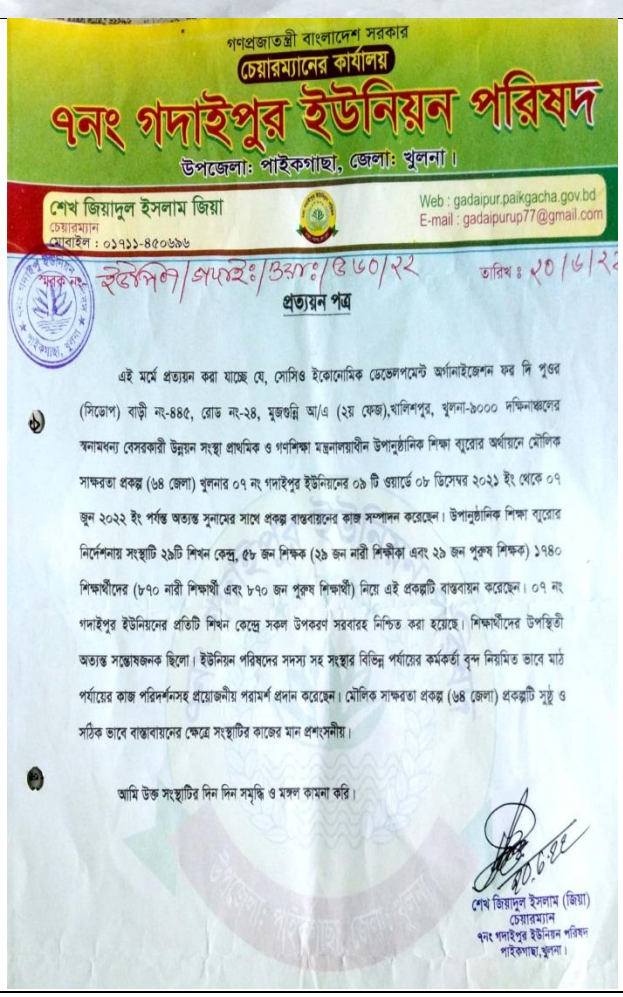

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

৭নং গদাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ পাইকগাছা, জেলাঃ খুলনা।

শেখ জিয়াদুল ইসলাম জিয়া
চেয়ারম্যান
মোবাইল : ০১৭১১-৪৫০৬৯৬

Web : gadaipur.paikgacha.gov.bd
E-mail : gadaipurup77@gmail.com

স্মারক নং ইউপি/গদাইঃ/ওয়াঃ/১৬০/২২

তারিখ ঃ ২০/৬/২২

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (সিডোপ) বাড়ী নং-৪৪৫, রোড নং-২৪, মুজগুন্নি আ/এ (২য় ফেজ),খালিশপুর, খুলনা-৯০০০ দক্ষিনাঞ্চলের স্বনামধন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়াধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) খুলনার ০৭ নং গদাইপুর ইউনিয়নের ০৯ টি ওয়ার্ডে ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ ইং থেকে ০৭ জুন ২০২২ ইং পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পাদন করেছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নির্দেশনায় সংস্থাটি ২৯টি শিখন কেন্দ্র, ৫৮ জন শিক্ষক (২৯ জন নারী শিক্ষীকা এবং ২৯ জন পুরুষ শিক্ষক) ১৭৪০ শিক্ষার্থীদের (৮৭০ নারী শিক্ষার্থী এবং ৮৭০ জন পুরুষ শিক্ষার্থী) নিয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছেন। ০৭ নং গদাইপুর ইউনিয়নের প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে সকল উপকরণ সরবারহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতী অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বৃন্দ নিয়মিত ভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শনসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) প্রকল্পটি সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবে বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সংস্থাটির কাজের মান প্রশংসনীয়।

আমি উক্ত সংস্থাটির দিন দিন সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করি।

২০.৬.২২
শেখ জিয়াদুল ইসলাম (জিয়া)
চেয়ারম্যান
৭নং গদাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ
পাইকগাছা,খুলনা।

উপসংহার ঃ

সাংবিধানিক বাধ্যবাদকতার কারণেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং শিক্ষা গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ এক দিকে যেমন দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করবে অন্যদিকে দেশ একটি উৎপাদনক্ষম জনশক্তিতে পরিণত হবে।

প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
নির্বাহী পরিচালক
সিডোপ, খুলনা